জীবননগরে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

জীবননগরে সড়ক দূর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার সন্তোসপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিয়াজ হোসেন (২১)দর্শনা থানার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের নওশের আলীর ছেলে ও উথলী ডিগ্রি কলেজের ২য় বর্ষের মানবিক বিভাগের ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে দর্শনা থেকে খালার বাড়ি জীবননগর উপজেলার কাশিপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন রিয়াজ। সে আন্দুলবাড়ীয়া সড়কের সন্তোসপুর বাসস্ট্যান্ডের অদূরে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সে ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর রেফার্ড করেন। যশোর নেওয়ার পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ(ওসি) মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,সড়ক দুঘটনায় নিহতর বিষয় ট্রাকটি আটক করা হয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন ।

গাংনীতে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল চালানোর খেসারত

গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে বেপরোয়া গতির মোটরাসাইকেল চালানোর খেসারত দিলো যুবক রাসেল (১৮)। মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রন

হারিয়ে রাস্তায় উপর উল্টে মারাত্বক আহত হয়েছে সে। আহত রাসেল জালশুকা গ্রামের সাদ আলীর ছেলে।

আজ বুধবার (২৪ মে) বেলা ১২ টার দিকে জালশুকা গ্রামের রাস্তায় দ্রুতযোগে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পড়ে যায় সে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় । সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

বর্তমানে সে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারে চার জনসহ মৃত্যুর সংখ্যা সাত

কোটচাঁদপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। গতকাল শুক্রবার রিমা খাতুনের মৃত্যুর পর যা দাড়িয়েছে ৭ জনে। যার মধ্যে রয়েছে উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের একই পরিবারের ৪ সদস্য। শোকের মাতম চলছে ওই পরিবারে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী গ্রামের তোরাব আলী স্ত্রী শিউলি খাতুন(৫০), মেয়ের মেয়ে খুকুমনি(৭), ছেলে রুবেলের শিশু পুত্র রাফান দেড় মাস ও বউ মা রিমা খাতুন (২৫)কে নিয়ে কোটচাঁদপুর ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিল।

পথিমধ্যে কোটচাঁদপুর পৌর কাশিপুর ডিগ্রি কলেজের সামনে পৌছালে, সামনে থেকে আসা ক্যাভার্ড ভ্যানটি সজোরে ধাক্কা দেন। এতে করে ঘটনাস্থলে মারা যান,শিশু রাফান, খুকুমনি ও ভ্যান চালক সলেমান। গুরুতর আহত হন এলাঙ্গী গ্রামের তোরাব আলীর স্ত্রী শিউলি খাতুন (৫০)ও বউমা রিমা খাতুন(২৫),কালীগঞ্জ উপজেলার তিলেচাঁদপুর গ্রামের মাজেদ শেখের ছেলে টিটু শেখ (৪০),ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানার বৈশামারি গ্রামের নুরআলির ছেলে পেয়ারা ব্যাবসায়ী আলামিন

(৬৫),

এ সময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তারুনী পাশা, তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এরমধ্যে যশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন শিউলি খাতুন, টিটু শেখ। ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা আলামিন (৬৫),এদিকে রিমা খাতুনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা। ওখানেও অবস্থার উন্নতি না হওয়া ওই রাতেই রিমাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। অবশেষে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে মৃত্যুর কাছে হার মেনে,চলে যান না ফেরার দেশে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ওই ঘটনায় সড়ক ও পরিবহন আইনে থানায় মামলা হয়েছে। মামলা নাম্বার -০১-০৪-০৫-২৩। এলাঙ্গী গ্রামের তোরাব আলী বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলাটি করেছেন।

গাংনীতে বাবার মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মেয়ের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বাবার মোটরসাইকেল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বেবী (৩৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৭ এপ্রিল) ভোর ৬টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বেবী উপজেলার রায়পুর গ্রামের (ভারত প্রবাসী) তুষার আলীর স্ত্রী ও একই গ্রামের রাহিম উদ্দিন ওরফে জুলহাসের মেয়ে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক এম কে রেজা মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মাথার পিছনের অংশ মারাত্মক জখম হওয়ার ফলে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়। যার ফলে তিনি হাসপাতালে আসার পূর্বে মারা গেছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জোড়পুকুরিয়া গ্রামের ইয়ার আলীর স্ত্রী

ফেলুজান জানান, শুক্রবার ভোর বেলার দিকে বেবীকে নিয়ে তার বাবা রাহিম উদ্দিন বামন্দীর দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে চোখতলার নতুন নির্মাণ করা উঁচু রাস্তা থেকে নিচের দিকে নামার সময় বেবী অসাবধানতাবশত মোটরসাইকেলের পেছন থেকে ইটের ওপর পড়ে মাথার পিছনের অংশে গুরুতর জখম হয়।

ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখে তার বাবাও সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ সময় স্থানীয়রা বাবা-মেয়েকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে তার মৃত্যু হয়। তবে তার বাবা কোনও আঘাত পাননি।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি, ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র নিহত

মেহেরপুরে শহরে মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনায় আরাফাত রহমান নূর (১৫) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে সজিব
(২০) ও মতিয়ার রহমান মতু (৩৫) নামের আরো দুজন। নিহত যুবক মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ও সজিব একই গ্রামের রতন আলীর ছেলে এবং মতু চাঁদবিল গ্রামের জমসেদ শেখের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের পৌর বাসটার্মিনাল এলাকায় এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, ঘটনার সময় আরাফাত রহমান নূর ও সজীব মেহেরপুর থেকে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ী ফেরার পথে শহরের পৌর বাসটার্মিনাল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে তিন জনই গুরুতর আহত হয়।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। আহত আরাফাত রহমান নূর এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন পরে রাত তিনটার দিকে আরাফাত রহমান নুরের মৃত্যু হয়।

নুর মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নুরের বাবা একজন কৃষক এক ভাই এক বোন। বাবার বড় স্বপ্ন ছিল তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় কিছু হবার স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন নিমেষেই শেষ হলো।

মেহেরপুরের চকশ্যামনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় আনসার সদস্যসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মেহেরপুরের-মুজিবগর মহাসড়কের চকশ্যামনগর গ্রামে গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিজন (২২) ও রাহিদুল (৩০) নামের দুই যুবক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাহিদুল দারিয়াপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এবং বিজন আজমতের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার ভোরে আনসার সদস্য রাহিদুল কে চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিজন ও রাহিদুল একই সাথে মোটরসাইকেলে দারিয়াপুর থেকে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর ঈদগাহ মাঠের অদূরে সড়কের পাশে একটি মেহগনি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মটরসাইকেল নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। সকালে কৃষকরা জমিতে যাওয়ার সময় ধানক্ষেতে দুটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে মেহেরপুর সদর থানাকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ও মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ ও ক্ষতিগ্রস্থ মটরসাইকেল উদ্ধার করে লাশ মেহেরপুর

মর্গে এবং মটরসাইকেল সদর থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, রাহিদুল আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যশোরে কর্মরত ছিলেন। সকাল সাড়ে ৮ টার সময় ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে তারা মটরসাইকেল যোগে দারিয়াপুর থেকে রওয়ানা হয়। দুজনই অবিবাহিত।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস টিমের ইউনিট প্রধান আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে তাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার সময় দেখি দুজনই মারা গেছেন। পরে পুলিশ আসলে তাদের লাশ হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন জানান, মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে নেওয়া হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে পিকনিকের বাস উল্টে আহত ৩০

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে গাংনী উপজেলার তেরাইল নামক স্থানে পিকনিকের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ১২ জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত গতিতে চলার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে উল্টে গেছে বলে স্থানীয়দের ধারণা।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রাম থেকে নারী, পুরুষ আর শিশু মিলে ৩৭ জন যাত্রী নিয়ে হাসান পরিবহন নামের একটি বাস (যার নম্বর মেহেরপুর জ -০৪-০০১৬) নাটোরে পিকনিকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাসটি দ্রুত গতিতে তেরাইল ডিগ্রি কলেজের কাছে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসময় বাসটি সড়কের পাশে উল্টে পড়ে। বাসের ভেতর থাকা যাত্রীরা বাসের মধ্যে আটকে ছিলেন। বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল স্থানীয়দের সহায়তায় আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে গাংনী

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
আহতদের মধ্যে রাজনগর গ্রামের একই পরিবারের চারজনসহ ১২ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসাধীন আহতরা হলেন- দেলোয়ার হোসেন (৩৫) ও তার স্ত্রী খাজিরন নেছা (৩০), মেয়ে সুমাইয়া (১০) ও সামিয়া (৫), একই গ্রামের জুই খাতুন (৭), জোবাইয়া (৪), লিমা খাতুন (২৯), পলি খাতুন (৪০) ও তার ছেলে সম্রাট (১৮), চামেলী খাতুন (৩০), মুক্তি খাতুন (২৯) ও সুরমান আলী (৪০)।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের টিম লিডার ইছাহাক আলী বলেন, বাস উল্টে যাত্রীরা আটকে পড়েছিলেন। বাস যাত্রীদের বেশিরভাগ আহত হয়েছেন। বাস ফেলে পালিয়ে গেছে চালক ও হেলপার।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মারুফ জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বাসটি হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। বাসের চালকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ইজিবাইক চালকসহ আহত-৬

গাংনীতে যাত্রি বোঝাই ইজিবাইক ও রড বোঝাই লাটা হাম্বারের মুখোমুখি ধাক্কায় অন্ততঃ ৬জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদেরকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যান্যদেরকে দেয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা। রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে মেহেরপুর – কুষ্টিয়া সড়কের চোখতোলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যাত্রি বোঝাই একটি ইজিবাইক গাংনী থেকে বামন্দী যাবার পথে রড বোঝাই একটি লাটাহাম্বারের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এসময় ইজিবাইক উল্টে গিয়ে ছয় যাত্রি আহত হন। এদের মধ্যে ওয়াসিম (২৬) নামের এক যাত্রির পেটে রড ঢুকে মারাত্মক জখম হয়। একই সাথে মারাত্মক জখম হন ইজিবাইক চালক ইসাহক আলী(৬৫)।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। আহত ওয়াসিমের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ইসাহক আলীকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আহত ওয়াসিম গাংনীর জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে ও ইসাহক আলী বানিয়াপুকুর গ্রামের মৃত জহির উদ্দীনের ছেলে।

গাংনীতে বাস চাপায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়াতে যাত্রীবাহি লোকাল বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ফরিয়া (৯) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টার সময় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় বাস চালক পালিয়ে গেলেও বাসটি আটক করেছে স্থানীয়রা। নিহত ফারিহা বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়ার দিনমজুর ইকবাল হোসেনের মেয়ে এবং আমঝুপি দারুসুন্নাহ মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্রী।

স্থানীয়রা জানান, ফারিহাকে নিয়ে তার মা কাজলি খাতুন লেখাপড়ার সুবাদে বাবার বাড়ি আমঝুপিতে থাকতো। দিন দশেক আগে সেখান থেকে বাঁশবাড়িয়াতে বেড়াতে আসে। ঘটনার সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টার সময় বাড়ির পাশে এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা পার হতে যায় শিশু ফারিয়া। এসময় মেহেরপুর থেকে ছেড়ে আসা কুষ্টিগামী মদিনা পরিবহন নামের একটি লোকাল বাস (যার নং- ঢাকা মেট্রো-জ-১৪-

১১১৯া) তাকে চাপা দেয়। এসময় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনা স্থালেই মারা যায় ফারিয়া।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, বাস চাপায় শিশু নিহতের খবর শুনে ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বাসটিকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের হাত বিচ্ছিন্ন, আহত আরও ৩

মুজিবনগরে খ্রিষ্টিয় আনন্দ মেলায় যাওয়ার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তিন যুবক। এদের মধ্যে সুমন নামের এক যুবকের একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং একটি পা কেটে ঝুলছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানেও জখম হয়েছে।

আহত তিনজনই মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন আনন্দবাস গ্রামের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে সুমন ভানু মণ্ডলের ছেলে, পিউ পিন্টু মণ্ডল এবং প্রসান পিতর মণ্ডলের ছেলে।

একটি মোটরসাইকেল যোগে বল্লভপুর খ্রিষ্টিয় সপ্তাহব্যাপী আনন্দ মেলায় দ্বিতীয় দিন ঘুরতে আসে ৃমেলায় আসার পথে কেদারগঞ্জ বাজারের অদূরে বল্লভপুর তিন রাস্তার মোড়ে বিপরীত দিক থেকে যাওয়া একটি ট্রলির সাথে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের সুমন নামক এক ব্যক্তির মোটরসাইকেল এর সাথে সংঘর্ষে মোটর বাইকে থাকা প্রসান, পিউ মারাত্মকভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে সুমন (২০) প্রচন্ড আঘাত পাওয়ায় তার ডান হাত কেটে পড়ে যায়, পা কেটে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং শরীরের অন্যান্য স্থান মারাত্মকভাবে জখম হয়।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসকবৃন্দ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রসান

মন্ডলকে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন এবং পিউ ও সুমন কে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বল্লভপুর তিন রাস্তার মোড়ে থাকা স্থানীয় জনগণ ট্রলি ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করে। পরবর্তীতে মুজিবনগর থানা পুলিশ ট্রলি ও মোটরসাইকেলটি তাদের হেফাজতে নেয়।